মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব-৫

বিরঞ্জন রায়

চতুর্থ অধ্যায় : সময় বা কাল

যেহেতু পরমাণু-ধারণায়, বস্তুকে বিবেচনা করা হয় নিজের সঙ্গে নিজের বিশুদ্ধ সম্পর্করূপে, তাই তা সব ধরনের আপেক্ষিকতা এবং পরিবর্তনশীলতা মুক্ত। এর সাক্ষাৎ নিহিতার্থ, সারসত্তার জগৎ, পরমাণু-ধারণা থেকে সময়কে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দেমক্রিতস এবং এপিকুরস একমত। কিন্তু যে সময়কে পরমাণুর জগৎ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সে সময় কিভাবে নির্ধারিত হবে, কোথায় তা স্থানান্তরিত হবে– এ বিষয়ে তারা ভিন্ন মত পোষণ করেন।

দেমক্রিতসের তত্ত্বে, তত্ত্বটির জন্য সময়ের কোনো প্রয়োজন নেই, এর তাৎপর্যও নেই। সময়কে তিনি ব্যবহার করেন একে খন্ডন করতে। তিনি সময়কে নির্ধারণ করেন শাশ্বত বলে, যেন উৎপত্তি ও বিনাশ– এ সময় সংক্রান্ত বিষয়কে পরমাণু থেকে বাদ দেওয়া যায়। সবকিছুরই যে একটা শুরু থাকা প্রয়োজন নেই, সময়ই এর প্রমাণ যোগায়। কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধানটি সন্তোষজনক নয়। সারসত্তার জগৎ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে, সময় দার্শনিক বিষয়ীর আত্মচৈতন্যে স্থানান্তরিত হয় মাত্র; দুনিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তৈরী করে না।

এপিকুরসের জন্য ব্যাপারটি পুরো ভিন্ন। তার কাছে সারসত্তার জগৎ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে, সময় প্রতিভাসের পরম আঙ্গিকে পরিণত হয়। (সময় স্বতন্ত্রভাবে সত্তাবান নয়। এটি কখনই দাবী করা যাবে না যে, কেউ বস্তুর গতি ও স্থিতি থেকে আলাদাভাবে সময়কে প্রত্যক্ষ করতে পারে।) অর্থাৎ বলা চলে সময়কে নির্ধারণ করা হয় পরিবর্তনের পরিবর্তন হিসাবে। পরিবর্তনের পরিবর্তন হ'ল সেই পরিবর্তন, যা নিজের মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতিভাসের জগতের এই বিশুদ্ধ আঙ্গিকটিই সময়।

বস্তুসমূহের বিন্যাস মূর্ত প্রকৃতির নিষ্ক্রিয় আঙ্গিক মাত্র; সময় এর সক্রিয় আঙ্গিক। যদি আমরা বিন্যাসকে এর সত্তার নিরিখে বিবেচনা করি, তখন পরমাণু একে ছাড়িয়ে শূন্যতায়, কল্পনায় বিরাজ করে। যদি আমরা পরমাণুকে ধারণা হিসাবে বিবেচনা করি তাহলে, হয় বিন্যাস একেবারেই অস্তিত্বশীল হয় না, নয় বিষয়ীর কল্পনায় বিরাজ করে মাত্র। কারণ বিন্যাস একটি সম্পর্ক। অথচ পরমাণু ধারণায় পরমাণু স্বাধীন, আত্ম আবৃত, একে অন্যের প্রতি উদাসীন; কাজেই একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন। বিপরীতে সময় সসীমের এমন পরিবর্তন, যেখানে পরিবর্তনকে পরিবর্তন হিসাবেই ধরা হয়। এটি ঠিক বাস্তব আঙ্গিকের মতো, যা প্রতিভাসকে সারসত্তা থেকে পৃথক করে আবার সারসত্তায় ফিরিয়ে নেওয়ার কালেও প্রতিভাসকে প্রতিভাস হিসাবেই ধরে রাখে। বিন্যাস, পরমাণু এবং তা থেকে উদ্ভুত প্রকৃতির বস্তুময়তা প্রকাশ করে মাত্র। বিপরীতে সারসত্তার জগতে পরমাণুর ধারণা যা, প্রতিভাসের জগতে সময়ও তাই। অর্থাৎ সময় সমস্ত নির্ধারিত সত্তার, 'নিজের-জন্যই-সত্তায়' বিমূর্তায়ন, বিনাশ এবং সংকোচন।

এসব পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা নিচের ফলাফলে পৌঁছুতে পারি। প্রথমত এপিকুরস বস্তু ও আঙ্গিকের দ্বন্দ্বকে প্রতিভাসের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেন। এ-ভাবে তা সারসত্তার বৈশিষ্ট্য বা পরমাণুর বিপরীত প্রতিকৃতিতে পরিণত হয়। এটি করা হয় স্থানের বিপরীতে সময়কে, প্রতিভাসের নিষ্ক্রিয় আঙ্গিকের বিপরীতে সক্রিয় আঙ্গিককে স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত এপিকুরসই প্রথম প্রতিভাসকে প্রতিভাস হিসাবেই অনুধাবন করেন। প্রতিভাস একটি বিযুক্ততার মতোই সারসত্তার বিযুক্তি, যা নিজের বাস্তবতায় নিজেকেই সক্রিয় করে তুলছে।

বিপরীতে দেমক্রিতসের বিবেচনায় বিন্যাস, প্রতিভাসের প্রকৃতির একমাত্র আঙ্গিক। এখানে প্রতিভাস নিজেই এটি দেখায় না যে, এটি প্রতিভাস, সারসত্তা থেকে কিছুটা ভিন্ন। তারপর যখন প্রতিভাসকে এর অস্তিত্বের নিরিখে বিবেচনা করা হয়, সারসত্তা এর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়। আর যখন একে এর ধারণার নিরিখে বিবেচনা করা হয়, তখন সারসত্তা অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কাজেই প্রতিভাস বিষয়ীগত অনুরূপতায় অবনমিত হয়। বিন্যাস, এর অপরিহার্য ভিত্তির প্রতি উদাসীনভাবে ও স্থূলভাবে আচরণ করে। অন্য দিকে, সময় হচ্ছে সারসত্তার আগুন, যা প্রতিনিয়তই প্রতিভাসকে গ্রাস করছে এবং এর উপর নির্ভরশীলতার ও অসারত্বের সিল মেরে দিচ্ছে। (প্রতিভাস ও সারসত্তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাটি বোঝার সুবিধার্থে, 'দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় দর্শনকে অভিন্ন ভাবার সমস্যা' অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট অংশটুকুর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারেন।)

চূড়ান্ত বিবেচনায়, যেহেতু এপিকুরসের মতে সময় হলো পরিবর্তন হিসাবেই পরিবর্তন, প্রতিভাসের নিজের মধ্যেই নিজের প্রতিফলন; তাই প্রতিভাসের প্রকৃতিকে সঠিকভাবেই বস্তুগত বলে ধরে নেওয়া হয়। সংবেদনকেও সঠিকভাবেই মূর্ত প্রকৃতির বাস্তব বৈশিষ্ট্য বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও এ মূর্ত প্রকৃতির ভিত্তি পরমাণু কেবল মাত্র যুক্তির মাধ্যমেই অনুধাবনযোগ্য। যেহেতু সময় সংবেদনের বিমূর্ত আঙ্গিক, তাই এপিকুরীয় পরমাণুবাদী চেতনা অনুযায়ী প্রকৃতির ভিতরেই আলাদা অস্তিত্বসম্পন্ন প্রকৃতি হিসাবে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনটি উদ্ভুত হয়। সংবেদ্য জগতের পরিবর্তনশীলতা, পরিবর্তন হিসাবেই এর পরিবর্তন, এই নিজের ভিতরেই প্রতিভাসের প্রতিফলন, যা সময়ের ধারণাকে গঠন করে, সচেতন সংবেদ্যতার মধ্যে এর আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে। মানবিক সংবেদ্যতা তাই সময়ের মূর্তরূপ, সংবেদ্য জগতের নিজের মধ্যে নিজের অস্তিত্বমান প্রতিফলন।

এভাবে এপিকুরস সময়ের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা বিস্তারিত করা যাক। হেরোডোটাসকে এক পত্রে তিনি জানাচ্ছেন, উপরে সংজ্ঞায়িত সময় উদ্ভুত হয় তখনই, যখন কোনো অবয়বে ঘটিত আকস্মিকতা (পরিবর্তন) ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা হয় এবং এসবকে আকস্মিকতা (পরিবর্তন) হিসাবেই ভাবা হয়। নিজের মধ্যেই প্রতিফলিত সংবেদ্য প্রত্যক্ষণ, এভাবে সময়ের উৎস এবং নিজেই সময়। তাই কোনো তুলনার মাধ্যমে সময়কে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, বা সময় সম্বন্ধে এর বাইরে কিছু বলা যায় না। বরং এই শক্তি রূপান্তরের (Enargie) মধ্যেই নিশ্চিতভাবে সীমিত থাকা প্রয়োজন। কারণ নিজের মধ্যেই প্রতিফলিত সংবেদ্য প্রত্যক্ষণই সময়। একে ছাড়িয়ে যাওয়ার কিছু নেই। পরিবর্তনের পরিবর্তন, নিজের মধ্যেই প্রতিফলিত পরিবর্তন, এটিই সময়ের সংজ্ঞা। সংবেদ্য প্রত্যক্ষণে আপতিকতার/আকস্মিকতার (পরিবর্তনের) প্রতিফলন এবং পরিবর্তমান বিষয়গুলোর নিজেদের মধ্যে প্রতিফলনটি এক এবং অভিন্ন বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

সময় ও সংবেদ্যতার এ পারস্পরিক সম্পর্কের জন্য 'eidola' বা প্রতিরূপ সম্পর্কিত ধারণাটি (যা দেমক্রিতসেও রয়েছে) আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি বস্তু থেকেই অনবরত সূক্ষ্ম পদার্থের একটি স্তর বিচ্ছুরিত হয়। বিচ্ছুরিত এ স্তরে কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্যসমূহ সুরক্ষিত থাকে। এসব প্রতিরূপ যখন আমাদের ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে তখনই ঐ বস্তু সম্পর্কে আমাদের সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ ঘটে। মানুষ নিজেও প্রকৃতিরই অংশ। তাই মানুষের শোনার মাধ্যমে প্রকৃতি নিজেকেই শোনে, শুঁকার মাধ্যমে নিজেকেই শুঁকে, দেখার মাধ্যমে নিজেকেই দেখে। মানবিক সংবেদ্যতা হল, ফোকাস করতে পারে এমন একটি মাধ্যম, যাতে প্রকৃতির প্রক্রিয়াসমূহ প্রতিফলিত হয়ে প্রতিভাসের আলোরূপে জ্বলে উঠে।

দেমক্রিতসের জন্য এসব অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ তার তত্ত্বে প্রতিভাস বিষয়ীগত ব্যাপার মাত্র। এপিকুরসের নিকট এসব আবশ্যিক ফল। কারণ সংবেদ্যতা প্রতিভাসের জগতের নিজের মধ্যেই নিজের প্রতিফলন। এটি প্রতিভাসের জগতের মূর্ত সময়।

সবশেষে, সংবেদ্যতা ও সময়ের পারস্পরিক সংযোগকে এভাবে উন্মোচন করা হয় যে, বস্তুর কালিক বৈশিষ্ট্য এবং ইন্দ্রিয়ে তাদের আবির্ভাবকে অন্তর্গতভাবেই এক বলে মনে হয়। এটি যথাযথ এজন্য যে, কোনো অবয়ব চলে যাওয়ার সময়ই ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয়। অবয়ব থেকে অনবরতই প্রতিরূপসমূহ বিচ্ছুরিত হয়ে ইন্দ্রিয়ের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এভাবে এরা নিজেদের বাইরে অন্য প্রকৃতি হিসাবে একটি সংবেদ্য অস্তিত্ব লাভ করছে। এরা আর নিজেদের মধ্যে ফেরত যাচ্ছে না; দ্রবীভূত ও তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে।

অতএব, পরমাণু যেমন বিমূর্ত স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্যের প্রাকৃতিক আঙ্গিক ছাড়া কিছুই নয়। তেমনি সংবেদ্য প্রকৃতিও কেবলমাত্র বিষয়কৃত অভিজ্ঞতানির্ভর স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্য এবং এটিই ইন্দ্রিয়চেতনা। তাই ইন্দ্রিয়সমূহই মূর্ত প্রকৃতির একমাত্র মানদ-। যেমন পরমাণু জগতের একমাত্র মানদ- বিমূর্ত যুক্তি।

পঞ্চম অধ্যায় : নভোবস্তু বা জ্যোতিষ্কসমূহ (Meteors)

(পৃথিবীর বাইরের সব প্রাকৃতিক বস্তুই নভোবস্তু। এপিকুরস মেটিওর বলতে নভোবস্তু ছাড়াও আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয়াবলী এবং ভূমিকম্পকেও বুঝিয়েছেন। কিন্তু মার্ক্স তার এ সম্পর্কিত আলোচনা সীমিত রেখেছেন নভোবস্তু বিষয়ে। তাই আমি মেটিওর-এর পরিবর্তে নভোবস্তু বা জ্যোতিষ্কসমূহ শব্দবন্ধ দুটি ব্যবহার করেছি।)

দেমক্রিতসের জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত ধারণাগুলি তার সময়ের প্রেক্ষিতে যতই উদ্ভাবনকুশল হোক না কেন, এসব কোনো দার্শনিক আগ্রহ জাগায় না। এসব অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুমানের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে না। পরমাণু মতবাদের সঙ্গে এদের কোনো নির্দিষ্ট অন্তঃসম্পর্কও নেই। বিপরীতে জ্যোতিষ্কসমূহ এবং এর সঙ্গে যুক্ত প্রক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধে এপিকুরসের তত্ত্ব কিংবা তার মেটিওর-তত্ত্ব, শুধুমাত্র দেমক্রিতস নয়, সমস্ত গ্রীক দার্শনিক মতের বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়।

জ্যোতিষ্কপূজা এমন একটি ধর্মবিশ্বাস যা সমস্ত গ্রীক দার্শনিকেরাই পালন করেছেন। জ্যোতিষ্কতন্ত্রই হচ্ছে প্রথম সরল ও প্রকৃতি নির্ধারিত সত্য-যৌক্তিকতার প্রকাশ। মনের ক্ষেত্রে এ স্থান নিয়েছে গ্রীক আত্মচৈতন্য। আত্মচৈতন্যই মনের সৌরতন্ত্র। এভাবেই গ্রীক দার্শনিকগণ জ্যোতিষ্কপূজার মাধ্যমে নিজেদের মনের পূজাই করতেন। আনাক্সগরসই প্রথম জ্যোতিষ্কলোকের একটি বস্তুগত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং এভাবে সেই স্বর্গকে মর্তে নামিয়ে এনেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি কেন জন্মেছেন? তিনি বলেছিলেন, 'সূর্য, চন্দ্র ও জ্যোতিষ্কলোক পর্যবেক্ষণের জন্য।' ক্সেনোফানেজ অবশ্য আকাশে তাকিয়ে বলেছিলেন, ঐ সবকিছু নিয়ে যে 'এক', এটিই ঈশ্বর। নভোবস্তুদের প্রতি পুথাগরীয়, প্লাতন ও আরিস্ততেলেসের ধর্মীয় মনোভাব তো সুবিদিত। বিপরীতে এপিকুরস সমস্ত গ্রীক জনতার দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছিলেন।

আরিস্ততেলেস বলেন, এটি প্রায়শই মনে হয়, ধারণা কোনো প্রপঞ্চের এবং প্রপঞ্চ কোনো ধারণার প্রমাণ জোগায়। বর্বর বা গ্রীক সবাই দেবতাদের সম্বন্ধে একটি ধারণা পোষণ করেন এবং তাদের বসবাসের জন্য পৃথিবীর সর্বোচ্চ অঞ্চলই নির্ধারণ করেন। এভাবে তারা অমরদের সঙ্গে অমরদের যুক্ত করেন। এছাড়া অন্যটি অসম্ভব। যদি দিব্য বলে কিছু থেকে থাকে, আর আসলে তো তা আছেই, তাহলে জ্যোতিষ্কদের সারবস্তু সম্বন্ধে আমরা যা বলে থাকি তাও সত্য। যতদূর পর্যন্ত মানবীয় দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত, এটি আমাদের সংবেদ্য অবধারণের সঙ্গেও যুক্ত। কারণ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাহিত স্মৃতিতে যাপিত সময়ে, সামগ্রিকভাবে অন্তরীক্ষে কিংবা এর কোনো অংশে কোনোরূপ পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। এমনকি নামগুলি পর্যন্ত প্রাচীনদের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়েছে। তারা যা ধারণা করেন আমরাও তাই বলি। এক-দুবার নয়, অসংখ্যবার একই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে নেমে এসেছে। জ্যোতিষ্কলোকের মূলবস্তু মাটি পানি বাতাস বা আগুন নয়। প্রাচীনেরা এ সর্বোচ্চ অঞ্চলকে বলতেন 'ইথার', অর্থাৎ যা সর্বদাই ছুটে চলে। এর অন্য নাম চিরন্তন কাল। প্রাচীনেরা এই সর্বোচ্চ অঞ্চল অন্তরীক্ষকে দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, কারণ একমাত্র এটিই অমর। বর্তমানের শিক্ষাও এর সত্যতা নিশ্চিত করে যে, এটি সৃষ্টি করা হয়নি, ধ্বংসযোগ্যও নয়, এমনকি কোনোরকম ক্ষয়ের কবলেও পড়ে না। এভাবে অন্তরীক্ষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ঈশ্বর সম্পর্কিত গভীর অনুভবের সঙ্গে মিলে যায়। একটিমাত্র অন্তরীক্ষ বা স্বর্গ রয়েছে এটি স্পষ্ট। এটি এমন একটি ঐতিহ্য যা প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মে মিথ বা পুরাণ রূপে বেঁচে আছে। এ পুরাণ অনুযায়ী নভোবস্তুসমূহই দেবতা এবং দিব্যতা সমগ্র প্রকৃতিকে বেষ্টন করে আছে। আইন ও জীবনের প্রয়োজনে, জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, পরবর্তী অংশটুকু পৌরাণিক আকারে যুক্ত করা হয়েছে। এজন্য পুরাণের দেবতারা মানুষ এবং অন্য প্রাণীর গুণ বিশিষ্ট। তারা এদের মতোই কোনোকিছু করেন। যদি এ বাড়তি সংযোগগুলি বাদ দিয়ে প্রথম শিক্ষাটি ধরে রাখি, অর্থাৎ এই বিশ্বাস যে দেবতারাই প্রাথমিক বিষয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই মানতে হবে, এ বিশ্বাসটি দিব্যভাবেই উন্মোচিত। আমাদের এও মানতে হবে, একটি অভিজ্ঞানের মতো, সব ধরনের কলা এবং দর্শন এভাবে কিংবা ওভাবে এটিকে উদ্ভাবন করেছে, হারিয়েছে, আবার উদ্ভাবন করেছে।

বিপরীতে এপিকুরস বলেন, পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী মানুষ বিশ্বাস করে, নভোবস্তুসমূহ আশীর্বাদ-ধন্য, ধ্বংস-অযোগ্য। এরা পরস্পর সাংঘর্ষিক আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম করে এবং সন্দেহ পোষণ করে। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, এসব পৌরাণিক বিশ্বাসই মানব আত্মার সর্বোচ্চ বিভ্রান্তির কারণ। এমন একজন শাসক, যিনি সমস্ত করুণা এবং অক্ষয়তার ধারক, তার আদেশে নভোবস্তুদের গতি, স্থিতি, গ্রহণ, উদয়, অস্ত এবং এসব সম্পর্কিত প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয় না। কারণ, পরম সুখের সঙ্গে কর্ম সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দূর্বলতা, ভয়, প্রয়োজন, এসব কারণেই কর্মের সূচনা। এটাও ধরে নেওয়া যায় না, অগ্নিসদৃশ্য বস্তুসমূহ আশীর্বাদ-ধন্য এবং নিয়মহীনভাবে পূর্বে বর্ণিত গতিসমূহের

অনুবর্তী হয়। কেউ যদি এর সঙ্গে একমত না হন, তবে এ স্ববিরোধিতাই মানবত্মার সর্বোচ্চ বিভ্রান্তির জন্ম দেবে।

আরিস্ততেলেস প্রাচীনদের সমালোচনা করেছিলেন এজন্য যে তারা বিশ্বাস করতো, স্বর্গকে শূন্যে ধরে রাখার জন্য এটলাস-এর প্রয়োজন। যে পৃথিবীতে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে তার কাঁধে স্বর্গকে ধরে রাখে। বিপরীতে এপিকুরস তাদেরই সমালোচনা করেন, যারা মনে করেন যে মানুষের জন্য একটি স্বর্গ প্রয়োজন। তিনি সেই এটলাসদের খুঁজে পান, যাদের দ্বারা মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও কুসংস্কারের উপর স্বর্গকে ধরে রাখা হয়। নির্বুদ্ধিতা ও কুসংস্কারই গ্রীক পুরাণের টাইটান।

পিথক্লেস-এর নিকট লেখা এপিকুরসের পত্রটি তার নভোবস্তু সম্পর্কিত তত্ত্বের আলোচনা। এর শেষ অংশের বিষয় নৈতিকতা। নৈতিকতা ধারণাকে নভোবস্তু তত্ত্বের পরিশিষ্ট করাটা যথাযথ। এপিকুরসের কাছে এ তত্ত্বটি একটি নীতিবোধের বিষয়। মার্ক্সের বর্তমান বিশ্লেষণ এ পত্রকে ভিত্তি করেই। এ পত্রের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে হেরোডোটাসের নিকট লিখিত পত্রটি। এপিকুরস, পিথক্লেসের নিকট লিখিত পত্রে, হেরোডোটাসের নিকট লিখিত পত্রের বরাত দিয়েছেন।

এটা অবশ্যই ধরে নিতে হবে, যেমন অন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞান থেকে, তেমনি নভোবস্তুদের বিজ্ঞান থেকেও প্রশান্তি এবং দৃঢ় নিশ্চয়তা ছাড়া অন্যকোনো লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। আমাদের জীবনে দূরকল্পনা ও শূন্যগর্ভ তত্ত্ব-প্রস্তাবের প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন, বিভ্রান্তি ছাড়া বাঁচা। সাধারণভাবে প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার উদ্দেশ্য, জীবনের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় কী তা জানা। এভাবেই নভোবস্তুদের জ্ঞানের উপর আমাদের সুখ নির্ভরশীল। এমনিতে কোনো নভোবস্তুর উদয় অস্ত অবস্থান কিংবা গ্রহণের জ্ঞান, সুখের ভিত্তি নয়। এসব জানা এজন্য প্রয়োজন যে, যারা এসব বিষয়ে প্রধান কারণসমূহ এবং এসবের প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, আতঙ্ক তাদেরকে গ্রাস করে। এভাবে এপিকুরস অন্য বিজ্ঞানের চেয়ে নভোবস্তু সম্পর্কে তত্ত্বের অগ্রাধিকারকে অস্বীকার করেন এবং তাদেরকে একই স্তরে স্থাপন করেন।

কিন্তু নভোবস্তুদের তত্ত্ব, নীতিবিদ্যার পদ্ধতি কিংবা অন্য ভৌত সমস্যাবলী, উভয়ের তুলনায় বিশেষভাবে ভিন্ন বটে। যেমন অভাজ্য মূলপদার্থ কিংবা এরকম আরো অনেক বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যাই রয়েছে। কিন্তু নভোবস্তুদের বেলায় এমনটি নয়। তাদের উৎপত্তির সরল কারণ নেই। সারসত্তার একাধিক বর্গ এদের প্রপঞ্চের সঙ্গে জড়িত। শূন্যগর্ভ স্বতঃসিদ্ধ ও নীতি অনুযায়ী প্রকৃতির অধ্যয়ন চালানো যায় না। এপিকুরস এজন্য বারবার জোর দেন, নভোবস্তুদের এক উপায়ে নয়, বহু উপায়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। সূর্যের উদয়-অস্ত, চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি, চাঁদে দৃষ্ট মুখাবয়ব, দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি এবং অন্যান্য নভো-প্রপঞ্চ– এ সবকেই একাধিক উপায়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। এপিকুরসের মতে, প্রত্যেক ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। শুধুমাত্র মিথকে বাদ দিতে হবে। যখন আমরা কোনো প্রপঞ্চকে পর্যবেক্ষণ করি এবং এ থেকে অদৃশ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত টানি, তখন মিথ বাদ পড়ে। আমাদের অবশ্যই প্রতিভাসকে সংবেদনে আঁকড়ে ধরতে হবে। এবং এ সংবেদন থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে, অন্যান্য জ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে তুলনা প্রয়োগ করতে হবে। নভোবস্তু ও অন্যান্য বিষয়ে যা অনবরতই হচ্ছে এবং অন্য লোকদের জন্য সর্বোচ্চ উদ্বেগের কারণ হচ্ছে, উপরে বর্ণিত উপায়ে আমরা এসব ভয়কে ব্যাখ্যা করতে ও দূর করতে পারি।

কিন্তু অনেক রকমের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন রকমের সম্ভাব্যতা, শুধুমাত্র আমাদের ভয়ের কারণ দূর করে মনকে প্রশান্ত করে না; একই সময়ে তা নভোবস্তুদের মধ্যে ঐক্য, এদের অদ্বিতীয় পরম নিয়ম– এসবকে নাকচ করে দেয়। এই স্বর্গীয় বস্তুগুলি কখনো একভাবে, আর কখনো অন্যভাবে আচরণ করতে পারে; এই সম্ভাবনাটি তাদের বাস্তবতার জন্য যে বিশেষ একটি নিয়ম নেই, এটিকে নিশ্চিত করে। এভাবে এদের সবকিছুই অস্থায়ী এবং অস্থিতিশীল বলে ঘোষণা করা হয়। ব্যাখ্যার বিভিন্নতা একই সঙ্গে বস্তুর ঐক্যকেও দূর করে দেয়।

আরিস্ততেলেস অন্য গ্রীক দার্শনিকদের মতো মনে করেন, স্বর্গীয় বস্তুসমূহ চিরন্তন ও অমর, কারণ তারা সবসময় একই আচরণ করে। এজন্য তিনি তাদের উপর একটি অনন্য সত্তা আরোপ করেন, যা উচ্চতর এবং মাধ্যাকর্ষণের অধীন নয়। এপিকুরস ঠিক এর বিপরীতটি দাবী করেন। তিনি যুক্তি দেন, নভোবস্তুদের তত্ত্ব অন্য ভৌত নীতি থেকে বিশেষভাবেই ভিন্ন। কারণ নভোবস্তুদের মধ্যে সবকিছুই ঘটে বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে। এজন্য এ সম্বন্ধে সবকিছুকেই ব্যাখ্যা করতে হবে অনির্দিষ্টভাবে, কারণ-সমুদয়ের মাধ্যমে। ক্রোধ এবং তীব্র আবেগে তিনি বিরোধী মতকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ঘোষণা করেন, যারা অন্যসব বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যার মধ্যে লেগে থাকেন, যারা নভোবস্তুদের মধ্যে অনন্য শাশ্বত স্বর্গীয় কিছু খুঁজে পান, তারা সবাই অলস ব্যাখ্যা তৈরী কারী এবং জ্যোতিষীদের হীন-চতুর কায়দার শিকারে পরিণত হন। তারা প্রকৃতি গবেষণার সীমানার বাইরে পা রাখেন এবং নিজেদেরকে মিথের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করেন। তারা অসম্ভবকেই অর্জন করতে চান, উদ্ভটের সন্ধানে নিজেদের ক্লান্ত করেন। তারা এমনকি এটাও উপলব্ধি করেন না যে, এতে প্রশান্তি বিপদগ্রস্ত হচ্ছে। এদের বাজে বকুনিকে অবজ্ঞা করতে হবে। যদি আমাদের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হয় নিজেদের প্রশান্তি এবং আনন্দ, তবে নভোবস্তুদের বিষয়ে অনুসন্ধান যথেষ্ট ব্যাপ্ত ও সূক্ষ্ম হবে না; এরকম কুসংস্কার অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। বিপরীতে এটি একটি পরম নীতি যে, যা কিছু প্রশান্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, বিপদ ঘটাতে পারে, তা কখনোই অবিনাশী ও চিরন্তন হতে পারে না। চেতনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে, এটি একটি পরম নীতি। অতএব, এপিকুরসের সিদ্ধান্ত: যেহেতু নভোবস্তুদের চিরন্তনতা আত্মচৈতন্যের প্রশান্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে, কাজেই এটি একটি অবশ্যম্ভাবী কঠোর ফলশ্রুতি যে, তারা চিরন্তন নয়। কিন্তু এপিকুরসের এ অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গিটি আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি?

এপিকুরসের দর্শন নিয়ে যারা লিখেছেন, তারা সবাই বলেছেন, এপিকুরসের এ শিক্ষাটি তার পরমাণুবাদ ভিত্তিক পদার্থবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্টোয়িক, জ্যোতিষী, কুসংস্কার, এসবের বিরুদ্ধে এপিকুরসের সংগ্রামের কথা বিবেচনায় রেখেই এ কথা বলা হয়েছে। আমরাও দেখেছি এপিকুরস নিজেই নভোবস্তু এবং পদার্থবিদ্যার অন্যবিষয়, এ দুইক্ষেত্রে প্রযুক্ত পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কিন্তু তার নীতির কোন্ সংজ্ঞায় এই পার্থক্যের প্রয়োজনটি পাওয়া যাবে? এ ধারণাটি তার মধ্যে এলো কিভাবে?

তিনি শুধু জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নি, যুদ্ধ করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেও; জ্যোতিষ্কলোকের শাশ্বত নিয়ম এবং যুক্তিগ্রাহ্যতার বিরুদ্ধে। স্টোয়িকদের বিরোধিতা কিছুই ব্যাখ্যা করে না। যখন ঘোষণা করা হয়েছিল, নভোবস্তুসমূহ পরমাণুদের আকস্মিক সম্মিলনের ফসল এবং এদের প্রক্রিয়াসমূহ পরমাণুদেরই আকস্মিক গতি, তখনই স্টোয়িকদের কুসংস্কার সমেত তাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির খন্ডন করা হয়ে গেছে। এভাবে নভোবস্তুদের শাশ্বত প্রকৃতিও ধ্বংস হয়ে গেছে। এসব সিদ্ধান্ত টানার জন্য দেমক্রিতসই

যথেষ্ট। সত্যি বলতে, নভোবস্তুদের আসল অস্তিত্বই উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই জোতিষ্কলোকের শাশ্বততার ধারণাকে ধ্বংস করতে, পরমাণুবাদীর আর কোনো নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু এটিই সমস্যাটির সব নয়। এরচেয়ে বেশি হতবুদ্ধিকর বিরোধাভাস উপস্থিত হয়েছে। পরমাণু হচ্ছে বস্তুর ওজনের প্রতিনিধিত্বকারী স্বাধীন স্বতন্ত্র আঙ্গিক। কিন্তু নভোবস্তুসমূহ ওজনের সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন। পরমাণু-ধারণা বিকাশের অন্তর্গত সমস্ত দ্বন্দ্বের (বস্তু ও আঙ্গিক, ধারণা ও অস্তিত্ব) নিরসন হয় নভোবস্তুতে। নভোবস্তুতেই সমস্ত প্রয়োজনীয় নির্ধারণ বাস্তবায়িত হয়। নভোবস্তুসমূহ অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত। তাদের ভরকেন্দ্র তাদের ভেতরে, বাইরে নয়। তাদের একমাত্র কাজ গতি। শূন্যস্থান দ্বারা বিচ্ছিন্ন এরা সরলরেখা থেকে আকস্মিক বাঁক নেয়। যদিও তারা আকর্ষণ বিকর্ষণের একটি তন্ত্র গঠন করে, তবুও নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখে। তারা প্রতিভাসের আঙ্গিকে নিজেদের থেকে সময় উৎপন্ন করে। নভোবস্তুসমূহ তাই বাস্তবায়িত পরমাণু। তাদের মধ্যেই বস্তু তার স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে। এখানে এপিকুরস নিশ্চয়ই তার নীতির সর্বোচ্চ অস্তিত্ব, তার তন্ত্রের সর্বোচ্চ চূড়ার আবছা আভাস পেয়েছেন। তিনি বলেছিলেন প্রকৃতির একটি অমর ভিত্তি দিতেই তিনি পরমাণুর অনুমান করেছিলেন। তিনি দাবী করেন, তিনি বস্তুর বাস্তব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ভাবিত। কিন্তু তিনি যখন তার প্রকৃতির বাস্তবতার মুখোমুখি হলেন, (তিনি একমাত্র যান্ত্রিক প্রকৃতির কথাই জানতেন), যখন তিনি নভোবস্তুদের মধ্যে স্বাধীন ধ্বংসাতীত বস্তুর সামনে দাঁড়ালেন, যেসবের চিরন্তনতা ও অপরিবর্তনীয়তা, লোকবিশ্বাসে, দার্শনিক বিচারে, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে প্রমাণিত। তখন তার এক এবং একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হলো, এসবকে টেনে পার্থিব ক্ষণিকতায় নামিয়ে আনা। তিনি প্রকৃতির পূজারীদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে রুখে দাঁড়ালেন। এটিই তার সবচেয়ে চোখ ধাঁধানো স্ববিরোধিতা।

এপিকুরস অনুভব করেন, তার পূর্বের মৌল-সূত্রসমূহ (catagories) ভেঙ্গে পড়ছে, তার তত্ত্বের পদ্ধতি পাল্টে যাচ্ছে। তার পদ্ধতি আদ্যোপান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার পদ্ধতির মাধ্যমে যে প্রকার জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তিনি সে সম্বন্ধে সজাগ এবং সচেতনভাবে তা প্রকাশ করেন।

আমরা দেখেছি কিভাবে সমগ্র এপিকুরীয় প্রকৃতিদর্শন-ই সারসত্তা ও অস্তিত্ব, আঙ্গিক ও বস্তু, এসব দ্বন্দ্বে পরিব্যাপ্ত। নভোবস্তুসমূহে এসব দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে, বিরোধপূর্ণ মুহূর্তগুলির মধ্যে সংগতি আসে। জ্যোতিষ্কতন্ত্রে বস্তু নিজে নিজের মধ্যেই আঙ্গিক অর্জন করে, নিজের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যকে গ্রহণ করে, এবং স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু এ বিন্দুতে এসে এটি আর বিমূর্ত আত্মচৈতন্যেকে প্রতিষ্ঠিত করে না। প্রতিভাসের জগতে যেমন, পরমাণুর জগতেও তেমনি, আঙ্গিক বস্তুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। একটি নির্ধারণ অন্য নির্ধারণকে ছাড়িয়ে যায়। ঠিক এই দ্বন্দ্বটিতেই বিমূর্ত আত্মচৈতন্য নিজের প্রকৃতিকে বিষয়ায়িত বলে অনুভব করে। বিমূর্ত আঙ্গিকটি, যা বস্তুর আকারে বিমূর্ত বস্তুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, সেটি স্বয়ং আত্মচৈতন্য। কিন্তু যখন বস্তু নিজেই আঙ্গিকের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে, আঙ্গিকের সঙ্গে মিলে গিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে, তখন স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্য তার মূককীট দশা থেকে বের হয়ে আসে, নিজেকেই সত্যিকারের নীতি বলে দাবী করে, এবং স্বাধীন হয়ে যাওয়া প্রকৃতির বিরোধিতা করে।

সমগ্র বিষয়টি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করা যায়। বস্তু আঙ্গিক পেয়ে নিজের মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, যেমনটি ঘটে নভোবস্তুদের বেলায়। তখন তা আর বিমূর্ত স্বাতন্ত্র্য নয়; মূর্ত স্বাতন্ত্র্য, (এটিই) সার্বিকতা। এজন্য বিমূর্ত-স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্য, নভোবস্তুতে এর বিরোধিতার মুখোমুখি হয়। কারণ নভোবস্তুসমূহে, বাস্তবায়িত আঙ্গিকে দীপ্তিমান সার্বিকতা, প্রকৃতিতে অস্তিত্বশীল হয়ে উঠেছে। এজন্য আত্মচৈতন্য নভোবস্তুসমূহকে চরম শত্রু বলেই চিহ্নিত করে (যেমন এপিকুরস করেন) এবং মানুষের সব উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি এগুলিতে আরোপ করে। সার্বিকতাই বিমূর্ত-স্বতন্ত্রের বিলয়ের কারণ, তাই উদ্বেগেরও। এভাবে এপিকুরসের সত্যিকারের নীতি যে বিমূর্ত-স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্য, তা আর লুকিয়ে রাখা যায় না। এটি এর গোপন আস্তানা থেকে বের হয়ে আসে, বস্তুগততার অভিনয় ছেড়ে দেয় এবং স্বাধীন হয়ে যাওয়া প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। এজন্য সে বিমূর্ত সম্ভাবনার নীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা হাজির করে: যা সম্ভব এর বিপরীতটিও সম্ভব। যারা নভোবস্তুদের বিষয়ে একটি মাত্র ব্যাখ্যা উত্থাপন করে, এবং যুক্তি দেখায়, যা নিজে নিজেই স্বাধীন, তার জন্য একটি ব্যাখ্যাই আবশ্যকীয়। আত্মচৈতন্য বিমূর্ত সম্ভাবনার নীতি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে তর্ক তুলে।

তাই যতক্ষণ পরমাণু ও প্রতিভাসরূপে প্রকৃতি, স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্য এবং এর দ্বন্দ্বসমূহকে প্রকাশ করে, ততক্ষণ আত্মচৈতন্যের বিষয়ীগত দিকটিই কেবলমাত্র বস্তুর নিজের আঙ্গিকে প্রতিভাত হয়। অন্যদিকে যেখানে প্রকৃতি স্বাধীনতা অর্জন করে, এটি নিজের মধ্যেই নিজেকে প্রতিফলিত করে। প্রকৃতি বস্তুর মুখোমুখি হয় বস্তুর স্বাধীন আঙ্গিক হিসাবে নিজস্ব আকৃতির।

শুরু থেকেই এ কথা বলা যেতে পারতো, যেখানে এপিকুরসের নীতিসমূহ বাস্তবায়িত হবে, সেখানে তা আর তার জন্য বাস্তব থাকবে না। কারণ স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্যকে প্রকৃতির নির্ধারণের অধীনে যদি বাস্তবে স্থাপন করা হয়, কিংবা প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র চৈতন্যের নির্ধারণের অধীনে বাস্তবে স্থাপন করা হয়, তখন এর নির্ধারণ অর্থাৎ এর অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়। কারণ কেবলমাত্র সার্বিক, এর নিজ থেকে মুক্ত স্বাতন্ত্র্যে, জানতে সক্ষম। এটি একই সঙ্গে এর নিজের সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা।

নভোবস্তুর তত্ত্বই এপিকুরীয় প্রকৃতিদর্শনের আত্মা। যা স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্যের প্রশান্তি ভঙ্গ করে, তা শাশ্বত হতে পারে না। নভোবস্তুসমূহ সেই প্রশান্তি, আত্মস্থতা ভঙ্গ করে। কারণ তারা অস্তিত্বশীল সার্বিকতা। কারণ তাদের মধ্যে প্রকৃতি স্বাধীন হয়েছে। তাই অনেকের বিশ্বাস মতো এপিকুরীয় দর্শন, 'ঋণ করে ঘি খাও' বা 'খাও দাও ফুর্তি কর'-র দর্শন নয়। এর সার, আত্মচৈতন্যের পরমতা এবং মুক্ততা। যদিও এখানে আত্মচৈতন্যকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হিসাবেই ধরে নেওয়া হয়েছে, তবুও।

যদি বিমূর্ত-স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্যকে পরম নীতি হিসাবে ধরা হয়, তবে সব খাঁটি বাস্তব বিজ্ঞানের অবসান ঘটে। ঠিক যেভাবে বস্তুসমূহের নিজেদের মধ্যে, স্বাতন্ত্র্য রাজত্ব করতে পারে না। যেসব বিষয় অতিন্দ্রীয়ভাবে মানব চেতনায় যুক্ত এবং সেজন্য কল্পনাকারী মনের বিষয়, সেসব কিছুও ধ্বসে পড়ে।

অন্যদিকে যে আত্মচৈতন্য নিজেকে শুধু বিমূর্ত-সার্বিকতা রূপেই জানে, যদি তাকে পরম নীতিতে উন্নীত করা হয়, তখন বিস্তৃত কুসংস্কার এবং বন্ধ রহস্যের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। স্টোয়িকদের দর্শন এর ঐতিহাসিক প্রমাণ সরবরাহ করে। বিমূর্ত-সার্বিক আত্মচৈতন্যের একটি অন্তর্গত তাড়না থাকে, বস্তুসমূহের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার। কিন্তু সে তা করতে পারে একমাত্র বস্তুকে

খন্ডন করেই ।

এপিকুরস তাই গ্রীক দীপায়নের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এবং তার উদ্দেশ্যে নিবেদিত লুক্রেৎসিউস-এর প্রশস্তিগাঁথা যথাযথ ।

"তখন যতদূর চোখ পড়ে– মানবজীবন ভূলুণ্ঠিত ছিল, মৃত ধর্মের ভারে পিষ্ট ছিল, যে ধর্ম সাত আসমানের উপর থেকে মর্ত্যমানবদের লক্ষ্য করে বিভৎস চেহারা নিয়ে ভূতুড়ে হুংকার ছাড়ে; তখন গ্রীস দেশের একজন, প্রথম মর্ত্যমানবদের চোখকে অবজ্ঞা নিয়ে তাকাতে শেখান, তিনিই প্রথম বুক টানটান করে সেই হুমকির সামনে দাঁড়ান । আকাশের কোনো ভীতিপ্রদ বজ্রঝলক, দেবতাদের উপকথা, কিছুই ভীত করেনি তাঁকে... আর তাই ধর্ম বরং পাল্টা তাঁর পায়ের তলে পিষ্ট হয়, আর তাঁর বিজয়ে আমরা দাঁড়াই আকাশের সমান উঁচুতে ।"

দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় প্রকৃতি-দর্শনের পার্থক্য যা আমরা সাধারণ আলোচনার শেষে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, তা প্রকৃতির সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিবর্ধিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে । এপিকুরসে পরমাণুবাদকে এর সব অন্তর্দ্বন্দ্ব সহ এগিয়ে নেওয়া হয়েছে, আত্মচৈতন্যকে প্রকৃতি-বিজ্ঞান হিসাবে পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে । বিমূর্ত-স্বাতন্ত্র্যের আঙ্গিকে এই আত্মচৈতন্য একটি পরম নীতি । এপিকুরস পরমাণুবাদকে এর শেষ পরিণতিতে নিয়ে গিয়েছেন, এ হলো সার্বিকতার সচেতন বিরোধিতা এবং বিলয় ।

বিপরীতে দেমক্রিতসের জন্য পরমাণু কেবলমাত্র, সমগ্রভাবে প্রকৃতির অভিজ্ঞতাবাদী অনুসন্ধানের, সাধারণ বিষয়গত প্রকাশ । তাই তার কাছে পরমাণু একটি বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত মৌল-সূত্র (catagory), একটি তত্ত্ব-প্রস্তাব (hypothesis), অভিজ্ঞতার ফল হিসাবেই রয়ে গেছে; অভিজ্ঞতার সক্রিয় নীতি হিসাবে নয় । তাই এ তত্ত্ব-প্রস্তাবটি অবাস্তবায়িতই রয়ে গেছে, প্রকৃতির বাস্তব অনুসন্ধানে এটি আর কোনো ভূমিকা রাখে নি ।

[নভোবস্তুসমূহ গ্রীক মানসে (তা হউক সাধারণ জনতা কিংবা দার্শনিক) চিরন্তনতার প্রতীক, একই সঙ্গে তা ভয়েরও উৎস । এ ভয়ের উপর ভিত্তি করেই চলে জ্যোতিষীদের বুজরুকি ব্যবসা । তখন পর্যন্ত পাওয়া অভিজ্ঞতায় নভোবস্তুদের চিরন্তনতার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি । দেমক্রিতস-এপিকুরস-এর তত্ত্বেই তারা চিরন্তন নয়; পরমাণুদের আকস্মিক সম্মিলন মাত্র । এসব সৃষ্টি হয়, ধ্বংসও হয় । কিন্তু অন্য বিবেচনায় এসবকে এপিকুরসের পরমাণু-নীতির মূর্তরূপ বলে মনে হয় । (মনে রাখা দরকার, এটম শব্দটির মানে অকাট্য অর্থাৎ যা কাটা যায় না । অতএব এটমের ধারণা অনুযায়ী এটকে অকাট্য হলেই চলবে; সূক্ষ্ম হতে হবে না ।) কারণ, পরমাণু-নীতি অনুযায়ী পরমাণুদের আকর্ষণের কেন্দ্র তাদের মধ্যে । তাদের একমাত্র ক্রিয়া গতি । এ গতি সরলরেখা থেকে বিচ্যুত । তারা গতির মাধ্যমে সময় উৎপন্ন করে । যদিও তারা নিজেদের মধ্যে একটি আকর্ষণ-বিকর্ষণের তন্ত্র গঠন করে । তবুও তারা তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখে ।

অন্যদিকে এপিকুরসের নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী, বিমূর্ত-স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্যই পরম নীতি । প্রশান্তিই তার চরম লক্ষ্য । তিনি বলেন, প্রাকৃতিক কোনোকিছু দুঃখের কারণ হলে, তার সাময়িকমাত্র; চিরন্তন নয় । কিংবা যা আত্মচৈতন্যের প্রশান্তিকে বিনষ্ট করে, তা কখনো চিরন্তন হতে পারে না । অথচ মানুষের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, এমনকি এপিকুরসের পরমাণু-নীতির মূর্তায়ন– সবকিছুই দেখাচ্ছে নভোবস্তুসমূহ চিরন্তন । তাই তার প্রশান্তির প্রতি চিরন্তন এ হুমকিটিকে মোকাবেলা করতে, তিনি তার আগের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, অর্থাৎ নভোবস্তুসমূহ পরমাণু গঠিত, তাই চিরন্তন নয়– এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি । (দেখুন, এপিকুরীয় দেবতারাও পরমাণু গঠিত, কিন্তু চিরন্তন । কারণ তাদের নিজেদের ক্ষয় পূরণের ক্ষমতা রয়েছে । এ যুক্তি তো নভোবস্তুদের বেলাতেও প্রযুক্ত হতে পারে?) নভোবস্তুদের চিরন্তনতা ধ্বংস করতে তিনি তার পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণার পূর্বঘোষিত পদ্ধতি থেকে সরে আসেন । তার পদ্ধতি ছিল, কোনোকিছুর পিছনে একটি কারণকেই খুঁজতে হবে । কারণ, ধরে নেয়া হচ্ছে, সবকিছুই একটি নিয়মে চলছে । নভোবস্তুদের গবেষণায় তিনি বলেন, কোনোকিছুকেই এক ভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না; করতে হবে বিভিন্ন ভাবে । এর অর্থ কি এই নয় যে, অন্যান্য বস্তুদের মতো নভোবস্তুসমূহ একটি নিয়মে চলে না? এর মাধ্যমে 'সমগ্র প্রকৃতিতে একটি ঐক্য রয়েছে', এ নীতিটি কি লঙ্ঘিত হচ্ছে না? এপিকুরস তার বিমূর্ত-স্বতন্ত্র আত্মচৈতন্যের প্রশান্তির নিশ্চয়তার জন্য নিজের পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তুজগতের ঐক্যকেই বিনষ্ট করে দিচ্ছেন । এ থেকে মার্ক্স সিদ্ধান্ত টানেন, আত্মচৈতন্যের পরম মুক্ততাই এপিকুরসের মূলনীতি । এবং এ নীতিতে স্থির থাকলে কোনো ধরনের বিজ্ঞান অসম্ভব । কারণ কোনো বিজ্ঞান চর্চার জন্য ধরে নিতে হয়, ব্যক্তির আত্মচেতনার বাইরেও প্রকৃতির স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে । সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে একটি ঐক্য রয়েছে । প্রকৃতি খামখেয়ালে নয়, একটি নিয়মে চলে । যদিও এ নিয়ম নির্ধারণবাদী নয়, এখানে আবশ্যিকার সীমায় আকস্মিকতার ঠাঁই থাকে ।

উপরে বর্ণিত মার্ক্সের যুক্তিধারাটি বৈধ । কিন্তু আমার মনে হয়, নভোবস্তুদের বিষয়ে প্রযোজ্য এপিকুরস প্রস্তাবিত গবেষণা পদ্ধতিটির আমরা ভিন্ন ব্যাখ্যাও দিতে পারি । এপিকুরস বলেন সামগ্রিকভাবে বিশ্বের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা (যেমন পরমাণু ও শূন্যতা), কেবল একটিই হতে পারে । কিন্তু নভোবস্তুসমূহ কিংবা আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে (ভূমিকম্পও এর অন্তর্গত), আমরা এমন স্পষ্ট জ্ঞান অর্জনের দাবী করতে পারি না । এসব বিভিন্ন ভাবেই সংগঠিত হতে পারে । সুতরাং এসবকে একভাবে ব্যাখ্যা করার মধ্যে লেগে থাকা ঠিক নয় । যা শুধুমাত্র অনুমানের মাধ্যমেই জানা সম্ভব, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞানের দাবী করা ঠিক নয় । এসব ব্যাখ্যা করার সময় প্রথমেই আমাদেরকে মিথ বাদ দিতে হবে । কোনো বিষয় সম্বন্ধে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহকে অন্য নিদর্শন থেকে পৃথক করতে হবে । এবং পৃথকীকৃত নিদর্শনসমূহ থেকে যুক্তির মাধ্যমে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে । যুক্তি প্রয়োগের সময় আমাদের জানা বিষয়ের সঙ্গে অজানা বিষয়ের তুলনা করে আগাতে হবে । আমরা কি এখনও যেসব বিষয় সম্বন্ধে কম নিদর্শন পাই, সে সম্বন্ধে একাধিক তত্ত্ব-প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা সত্য বলে ধরে নিই না? যেমন কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার কারণ সম্বন্ধে কিংবা মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে । তাই নিজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও (মার্ক্স যে বিষয়টি দেখিয়ে দিয়েছেন), এপিকুরসের পদ্ধতিটিকে তার সময়ের নিরিখে একটি অগ্রসর বৈজ্ঞনিক পদ্ধতি হিসাবেও ব্যাখ্যা করা যায় ।] (চলবে)